রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ১৯৯৭ সনের ৪৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৩, ১৯৯৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১৭-৪২৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৯৩-১৩৩২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২১-১৩১
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ামক সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৪৯-৪৭৩
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৬৩-৬৪
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা :	
(১) ....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) ....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৫) ....তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-৩ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ৩রা ভাদ্র ১৪০৪/১৮ই আগষ্ট ১৯৯৭

নং সম/ডি৩(বিঃ মা)-৫/৯৭-২৮৪—যেহেতু, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার প্রাক্তন সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব আবদুল মতিন শিকদার (পরি-২০১৬), এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে গলাচিপা থানার মায়া মৌজার ১৪৫, ১৫০, ১৫১, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬৬, ১৮৭ ও বড় মায়া মৌজার ১৪৭ নং খতিয়ান ভুঁয়া এবং অবৈধভাবে খোলা এবং ভুঁয়া ও অবৈধভাবে খতিয়ান সৃষ্টির ফলে সরকার ১৫.০০ (পনর) একর খাস জমি হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য সরকারের ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ক্ষতির অভিযোগে ১৯৮৫ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা চালু করিয়া ৩০-৯-৯৫ ইং তারিখের সম/ডি৩ (বিঃ মা)-১৫/৯৭-৩৮১ নম্বর স্মারকমূলে তাঁহার কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১২-১০-৯৫ ইং তারিখে কৈফিয়তের জবাব প্রদান করেন এবং ২০-১১-৯৫ ইং তারিখে তাঁহার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পর্ণত্তর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় ১৭-৩-৯৬ ইং তারিখের

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

—শ্রেণী: সিভিট, শিমুল, ছাতিয়ান, উড়িয়াম, কদম চন্দুল, ন, বহেরা, অর্জুন, কনক, হারগাজা, গোদা ইত্যাদি।

—শ্রেণী: অন্যান্য প্রজাতি।

। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আবদুল লতিফ মণ্ডল
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯শে শ্রাবণ ১৪০৪/১৩ই আগষ্ট ১৯৯৭

নং পবম (শা-৩)২৩/৯৪(অংশ-১)/৪৭৬—বাংলাদেশের তে কাঁকড়া, কচ্ছপ/কাছিমের প্রাপ্যতা, প্রজননের সময়কাল দ নির্ধারণের জন্য সরকার নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন ঃ

আহবায়ক

(১) যুগ্ম-সচিব (প্রঃ),
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) ডঃ আবু তৈয়ব আবু আহমেদ,
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) আই, ইউ, সি, এন বাংলাদেশ, এর প্রতিনিধি।

(৪) সভাপতি, জীবন্ত কাঁকড়া ও কাছিম রপ্তানী সমিতি।

সদস্য-সচিব

(৫) জনাব আবদুল ওয়াহাব আকন্দ,
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বন্যপ্রাণী,
বন অধিদপ্তর, ঢাকা।

টির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রকৃতিতে কাঁকড়া, কচ্ছপ/কাছিমের উৎস ও প্রাপ্যতা নির্ধারণ।

(খ) কাঁকড়া, কচ্ছপ/কাছিমের প্রজননের সময়কাল, বিশেষ করে প্রজননের পিক সিজন (Peak Season) নির্ধারণ।

(গ) প্রকৃতি হইতে সংগৃহীতব্য কাঁকড়া, কচ্ছপ/কাছিম রপ্তানীর সম্ভাব্যতা যাচাই।

২। কমিটি আগামী ৩০-৯-১৯৯৭ তারিখের মধ্যে সচিব, বেশ ও বন মন্ত্রণালয়, এর নিকট সুপারিশ সম্বলিত প্রতি- ন পেশ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আনোয়ারুল হক
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ই শ্রাবণ ১৪০৪/২৮শে জুলাই ১৯৯৭

ইং তারিখের ১/মৎস্য-ডি-৮/৯১/৪৯৬ এর মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর ৩(ক), (খ) এবং (ঘ) ধারামতে অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

এবং

যেহেতু প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এবং

যেহেতু জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস-কে অর্থ আত্মসাৎ এবং অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে কৃত অসদাচরণের জন্য ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা মোতাবেক "তিরস্কার" সূচক লঘু দন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু উক্ত জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুসকে অর্থ আত্মসাৎ এবং অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তার কৃত অপরাধের জন্য ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা মোতাবেক "তিরস্কার" সূচক লঘু দন্ড প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ ইরশাদুল হক
সচিব।

প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে শ্রাবণ ১৪০৪/৬ই আগষ্ট ১৯৯৭

নং মপম/প্র-২(বি-খ)-১/৯৭/৯৫৪—The Bangladesh Livestock Research Institute (Amendment) Act, 1996 (১৯৯৬ সনের ৯ নং অ.ইন) এর অনুচ্ছেদ-৭ মোতাবেক মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর পরিচালকের পদবী "মহাপরিচালক" হিসাবে পরিবর্তন করা হলো।

২। এ পদবী পরিবর্তনের ফলে বর্তমান বেতনক্রমে (৮৬০০—৯৫০০) কোন পরিবর্তন হবে না।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আব্দুস সামাদ
উপ-সচিব (প্রঃ)।

শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বস-১০ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ই ভাদ্র ১৪০৪/২১শে আগষ্ট ১৯৯৭

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরীর ভবিষ্যত নির্ধারণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ শিম/স্বস-১০/এসই-১/৯২(অংশ-৫)/৬১, তাং ১২-০৮-৯৭ ইং।

নং শিম/স্বস-১০/এসই-১/৯২(অংশ-৫)/৬৫(৫)—নিম্ন স্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে উপরি-উক্ত বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ডঃ এম আই তালুকদারকে সদস্য করিয়া সুস্পষ্ট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতিপূর্বে গঠিত কমিটি সরকার এখন